‘জাল টাকায় ঋণ পরিশোধ করতেন সাহেদ’

রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান সাহেদকে ইন্টারোগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরে একটি বাসায় অভিযান চালিয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। সেটি সাহেদের গোপন বাসা বলে জানিয়েছে র্যাব। সেখানে থেকে বিপুল পরিমাণ জাল টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। যে টাকা দিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতেন সাহেদ।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে র্যাব সদর দফতর থেকে সাহেদকে নিয়ে উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ২০ নম্বর রোডের ৬২ নম্বর বাড়িতে অভিযান চালায় র্যাব। সেখানে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে অভিযান।

র্যাবের গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, ‘সাহেদের দেওয়া তথ্য মতে, ওই গোপন বাসা থেকে যে জাল টাকা উদ্ধার করা হয়েছে, তা দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করতো। ভুক্তভোগীরা দীর্ঘদিন ঘুরেও যখন টাকা পাচ্ছিল না তখন এসব টাকা পেয়ে অনেকই খুশি হতেন।

তিনি বলেন, তবে যখন এসব টাকা নিয়ে বিপাকে পড়তেন, বুঝতেন জালটাকা- তখন আবারও ভুক্তভোগীরা সাহেদের কাছে যেতেন। এরপর সাহেদ বলতো, আমি আপনাদের ঋণের টাকা পরিশোধ করেছি, আর এখন বলছেন এসব টাকা জাল। এখন কী করবেন, যান মামলা করেন আমার নামে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

পশুর বাজারে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতে চুয়েটের পূর্ণাঙ্গ

মডিউল

গরু ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য থাকবে সুনির্দিষ্ট জায়গা। গরু পর্যবেক্ষণে থাকবে বিশেষ জায়গা। থাকবে চলাচলের পৃথক পথ। হাটে আসা পশুগুলোকে রাখা হবে নির্দিষ্ট আয়তনে। পশু রাখার স্থান পরিষ্কার রাখতে পরিবেষ্টিত থাকবে বর্গাকারের নালা। এতে পশু রাখার পথগুলো থাকবে শুকনো। প্রত্যেক মডিউলের কেন্দ্রীয় স্থানে দূর থেকে বিক্রেতারা অবস্থান করতে পারবেন। রাখতে পারবেন পশুর প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আছে হাত ধোয়ার নির্দিষ্ট জায়গা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড, জীবাণুমুক্তকরণ চেম্বার পার করেই প্রবেশের নির্দেশনা।

কোরবানির বাজারে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতে এমন একটি মডিউল তৈরি করেছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) স্থাপত্য বিভাগের তিন শিক্ষার্থী। চুয়েট ছাত্রলীগের সভাপতি সৈয়দ ইমাম বাকেরের উদ্যোগ এবং চুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী তাসফিয়া তাসনিম ও ফারহান আরিফ রহমান মডিউলটি উদ্ভাবন করেন। মডিউলটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব ১৩০০ বর্গফুট জায়গার হাটে। এর মাধ্যমে দেশে যেকোন হাটে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। কমবে করোনা সংক্রমণ ঝুঁকি। ইতোমধ্যে মডিউলটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) পশুর হাটে বাস্তবায়নে গত রবিবার চসিক মেয়র ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মঙ্গলবার বাজার ইজারাদারদের সামনে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মডিউলটি উপস্থাপন করা হয়।

চুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী তাসফিয়া তাসনিম বলেন, ‘বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালে কোরবানির হাটে সংক্রমণের ঝুঁকিটা প্রকট। স্বাস্থ্যবিধি মেনে পশুর হাট বাস্তবায়ন করা চ্যালেঞ্জের। বর্তমানে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে সামনে আসে। তাই পশুর হাটের স্বাস্থ্যবিধি কেমন হবে তার একটি পূর্ণাঙ্গ মডিউল তৈরি করেছি। ইতোমধ্যে চসিকের কাছে মডিউলটি প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি চসিকের বাজারে বাস্তবায়ন করা হবে।’
চসিকের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মুফিদুল আলম বলেন, ‘চুয়েটের শিক্ষার্থীদের মডিউলটি সময়োপযোগী। সেখানে ব্যক্তি ও সামাজিক দূরত্ব, স্যানিটাইজার ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সব উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করতে ইজারাদারদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে। আশা করি, সকলেই মডিউল অনুসারে বাজারে পশু বিকিকিনি করবেন।’

চসিকের রাজস্ব শাখা সূত্রে জানা যায়, নগরে তিনটি স্থায়ী ও চারটি অস্থায়ী পশুর হাট বসবে। স্থায়ী হাটগুলো হচ্ছে-সাগরিকা, বিবিরহাট ও পোস্তারপাড় ছাগলের বাজার। অস্থায়ী চারটি হলো কমল মহাজন হাট, সল্টগোলা গরুর বাজার, বাটারফ্লাই পার্কের দক্ষিণের খালি মাঠ ও কর্ণফুলী পশুর বাজার। চাঁদদেখা স্বাপেক্ষে আগামী সোম বা মঙ্গলবার থেকে হাটগুলোতে পশু বিকিকিনি শুরু হবে।

চসিক ইজারাদারদের জন্য কিছু করণীয় নির্ধারণ করেছে। নির্দেশনার মধ্যে আছে, পশুর দূরত্ব নিশ্চিত, ঠিকাদারদের পক্ষে স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা, বাধ্যতামূলক মাস্ক ব্যবহার, সকাল থেকে বাজার বসানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পরিচালনা, লোকসমাগম নিয়ন্ত্রণ, নির্দ্দিষ্ট স্থানে পশু বাঁধার খুঁটি, ছাউনি, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও জীবাণুনাশক সামগ্রী বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট দোকান, আইনশৃংখলা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাম্প ছাড়া আর কোন ধরনের দোকানপাট বা স্থাপনা থাকবে না, বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু-কিশোররা বাজারে না আসা এবং ক্রেতার সঙ্গে সর্বোচ্চ দুইজনের বেশি না থাকা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

গাংনীতে সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর বামুুন্দীতে শিশু নির্য়াতন কারীর বিরুদ্ধে মানববন্ধনে বিচারের দাবী করায় উকিল নোটিশের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন গাংনী উপজেলার সর্বস্তরের জনগণ।

বুধবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সেচ্ছাসেবী সংগঠন বন্ধনের সদস্য জাহিদুল ইসলাম বিপুল।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত ২ জুলাই শিশু ধর্ষনের বিচারের দাবীতে মানববন্ধন করেছিলেন স্থানীয়রা। সেখানে ধর্ষকের বিচারের দাবীকরে এবং ধর্ষকের পক্ষে কোনো উকিল না হওয়ার দাবী করে বক্তব্য দেয় উপস্থিতিরা।

সে বক্তব্যের বিরুদ্ধে গত ৭/৭/২০২০ ইং তারিখে চুয়াডাঙ্গার এ্যাডভোকেট খন্দকার ওহিদুল আলম মানি একটি উকিল নোটিশ পাঠায়। সেই উকিল নোটিশের জবাবে এ সংবাদ সম্মেল করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে শিশুর পিতা লালন হোসেন, পরিবর্তনের মেহেরপুরের পক্ষে মোঃ বদরুদ্দোজা, ◌েমশিউর রহমান, এনড্িএমএর পক্ষে জাবেদুর জনি উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্যঃ গত ১৪ জুন ২০২০ ইং তারিখে গাংনীর বামুন্দিতে এক মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষনের অভিযোগে আক্কাস আলী নামের একজনকে অভিযুক্ত করে মামালা দায়ের করা হয়। মামলায় আক্কাস আলীকে পুলিশ আটক করে জেল হাজতে প্রেরন করে। বর্তমানে আক্কাস আলী জেল হাজতে রয়েছেন।

ইতিবাচক ফলাফলের আশা তপুর

করোনা-সৃষ্ট স্থবিরতা ভেঙে আগামী ৮ অক্টোবর আবারও মাঠে ফিরছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে এর আগের পারফর্ম্যান্স থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা আর হোম কন্ডিশনের সুবিধা নিয়ে শেষ চার ম্যাচে ইতিবাচক ফলাফলের আশাই করছে দল। জানিয়েছেন ডিফেন্ডার তপু বর্মণ।

স্থবিরতা শেষে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচটি খেলবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে। বাকি থাকা তিনটি ‘হোম’ ম্যাচই সিলেটে আয়োজনের ব্যাপারে আলোচনা চলছে। হোম ম্যাচ দিয়ে ফেরার কারণে কিছুটা সুবিধাই হবে বাংলাদেশের। অভিমত তপু বর্মণের। বসুন্ধরা কিংস ডিফেন্ডারের ভাষ্য, ‘তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে প্রশিক্ষণের বাইরে আছি। আশা করছি আগামী মাসেই অনুশীলনে ফিরব আমরা, যার ফলে সময় নিয়েই প্রস্তুত হতে পারব। তবে ম্যাচটা হোম ম্যাচ বলে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা পাব আমরা।’

আফগানিস্তানের বিপক্ষে আগের লেগে ১-০ ব্যবধানে হারতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। সেই ম্যাচের পারফর্ম্যান্স আর সামগ্রিক বিবেচনায় নিজেদের মাঠে ফিরতি লেগে কোচ জেমি ডের শিষ্যরাই এগিয়ে থাকবে বলে মনে করেন তপু, ‘তাজিকিস্তানে সেই ম্যাচে ভালো খেলেও হেরেছিলাম।

দেশের বাইরের ম্যাচগুলোয় ভালো খেলেছি, তাই আশা করছি দেশের ম্যাচগুলোতে আরো ভালো খেলব আমরা। এছাড়া দলগত তুলনায়ও তাদের চেয়ে এগিয়ে থাকব আমরা।’

ভারতের বিপক্ষে কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ জয়ের জোর সম্ভাবনাই জাগিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গোল হজম করায় ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় জামাল ভুঁইয়াদের। এবার হোম কন্ডিশনে পাওনা জয়টা আদায় করে নিতে চায় বাংলাদেশ। তপু বলেন, ‘সেই ম্যাচে জয়ের খুব কাছাকাছি গিয়েও ড্র করেছি। তবে তাদের দর্শকদের সামনে ভালো খেলাটা এবার পজিটিভ ভূমিকা রাখবে। তাদের বিপক্ষে খেলে বুঝেছি, তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নই আমরা, সাম্যাবস্থায় আছি। পাশাপাশি এবার আমরা পাচ্ছি হোম কন্ডিশনের সুবিধা। তাই আরো ইতিবাচক ফলাফলের আশাই করছি আমরা।’

বাছাইপর্বের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাটা ওমানের মাটিতেই দিতে হয়েছিল জেমি ডের শিষ্যদের। তবে এবার কন্ডিশনটা ওমানেরই অচেনা। আর তাই সেই সুবিধাটা নেওয়ার জন্যও মুখিয়ে বাংলাদেশ। তবে সে জন্য দলীয়ভাবেই ভালো পারফর্ম করতে হবে বলে জানান তপু। তিনি বলেন, ‘বাছাইপর্বের কঠিন ম্যাচটা ছিল ওমানের বিপক্ষে। কিন্তু এবার ওমান দেশের বাইরে খেলতে আসবে। আমার মনে হয়, দলগতভাবে ভালো খেলতে পারলে আমরা পজিটিভ ফলাফল পাব।’

হেলিকপ্টারে ঢাকায় আনা হয়েছে রিজেন্ট সাহেদকে

র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় আনা হয়েছে রিজেন্ট হাসপাতাল প্রতারণা মামলার প্রধান পলাতক আসামি ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সাহেদকে।

বুধবার ভোরে র্যাবের বিশেষ অভিযানে সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটার রামগতি সীমান্ত এলাকা থেকে অবৈধ অস্ত্রসহ তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ তথ্য নিশ্চিত করে র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লে. কর্নেল আশিক বিল্লাহ জানান, সাহেদ করিম ওরফে মো. সাহেদকে ঢাকায় আনা হয়েছে। সাতক্ষীরা থেকে র্যাবের অভিযান দলের সঙ্গে হেলিকপ্টারযোগে তাকে ঢাকায় আনা হয়।

র্যাব সূত্র জানায়, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সাহেদকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়।

এর আগে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে হেলিকপ্টারটি ঢাকা থেকে সাতক্ষীরার উদ্দেশে ছেড়ে যায়।

বিমানবন্দর থেকে সাহেদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য র্যাব সদরদফতরে নেয়া হয়। সেখানে জিজ্ঞাসবাদ শেষে বুধবারই তাকে উত্তরা পশ্চিম থানায় হস্তান্তর করা হবে।

তবে সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে থানার মাধ্যমে আজই আদালতে প্রেরণ করা হবে কিনা এ বিষয়ে র্যাবের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।

এর আগে রিজেন্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ পারভেজকে গ্রেফতার করে র্যাব। মঙ্গলবার বিকালে গাজীপুরের কাপাসিয়া থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সরকারের সঙ্গে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে টাকার বিনিময়ে করোনাভাইরাস শনাক্তের নমুনা সংগ্রহ করা এবং ভুয়া সনদ দেয়ার অভিযোগ ৬ জুলাই র্যাব রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান চালায়।

অভিযানে ভুয়া করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট, করোনা চিকিৎসার নামে রোগীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়সহ নানা অনিয়ম উঠে আসে। পরে রোগীদের সরিয়ে রিজেন্টের উত্তরা ও মিরপুর শাখা সিলগালা করে দেয়া হয়।

পর দিন উত্তরা পশ্চিম থানায় র্যাব বাদী হয়ে মো. সাহেদকে প্রধান আসামি করে ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করে।

সে মামলায় ৯ দিন পলাতক থাকার পর গ্রেফতার হলেন মো. সাহেদ।

ওই মামলায় সাহেদকে থানার মাধ্যমে সেই সময় প্রধান আসামিসহ ৯ জন আসামিকে পলাতক দেখিয়ে এজাহারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আসামিরা হলেন রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সাহেদ,

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ পারভেজ, রিজেন্ট হাসপাতালের কর্মী তরিকুল ইসলাম, আবদুর রশিদ খান জুয়েল, মো. শিমুল পারভেজ, দীপায়ন বসু, আইটি কর্মকর্তা মাহবুব, সৈকত, পলাশ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আহসান হাবীব ১. হেলথ টেকনিশিয়ান আহসান হাবীব, ২. হেলথ টেকনোলজিস্ট হাতিম আলী, অভ্যর্থনাকারী কামরুল ইসলাম, রিজেন্ট গ্রুপের প্রকল্প প্রশাসক মো. রাকিবুল ইসলাম, রিজেন্ট গ্রুপের মানবসম্পদ কর্মকর্তা অমিত বণিক, রিজেন্ট গ্রুপের গাড়িচালক আবদুস সালাম ও নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুর রশিদ খান।

এসব আসামির মধ্যে সাতজনকে ইতিমধ্যে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আসামিদের আদালতে হাজির করলে শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম দেবদাস চন্দ্র অধিকারী আসামিদের কারাগারে পাঠানোর এ আদেশ দেন।

কারাগারে যাওয়া আসামিরা হলেন- রিজেন্ট হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আহসান হাবীব হাসান, হেলথ টেকনিশিয়ান আহসান হাবীব, হেলথ টেকনোলজিস্ট হাতিম আলী, রিজেন্ট গ্রুপের প্রকল্প প্রশাসক মো. রাকিবুল হাসান ওরফে সুমন, মানবসম্পদ কর্মকর্তা অমিত বণিক, গাড়িচালক আবদুস সালাম ও হাসপাতালের কর্মী আবদুর রশিদ খান ওরফে জুয়েল। সূত্র- যুগান্তর

গাংনীর কসবা -পাটা পুকুরিয়া রাস্তার বেহাল দশা

গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা থেকে পাটাপুকুরিয়া দুই কিলোমিটার রাস্তা হাটু কাদায় বেহাল অবস্থা। মানুষ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় মাঠ থেকে ফসল বাড়িতে আনতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে এলাকার শত শত কৃষক।

কৃষি জমি থেকে উৎপাদিত ফসল সময়মত বাড়িতে আনতে না পেরে এবং অনেক কৃষক তাদের কৃষিজমিতে উৎপাদিত সবজি জমি থেকে বাজারজাত করতে না পেরে আর্থিকভাবে লাকসানে পড়তে হচ্ছে ।

শুকনা মৌসুমে গরু ও মহিষের গাড়ি দিয়ে কৃষকের ফসল জমি থেকে তুলে আনতে পারলেও বর্ষা মৌসুমে ফসল নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছে কৃষকরা। বর্তমানে চলছে কৃষকের জমিতে পাট কাটার কাজ। রাস্তার হাট কাদার মধ্য দিয়ে শ্রমিক দিয়ে পাট কেটে মাথায় করে উৎপাদিত পাট বহন করে নিয়ে আসতে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

পাট চাষী লোকমান হোসেন জানান, তার এক বিঘা জমিতে শ্রমিক দিয়ে পাট কেটে বেঁধে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসতে পাট বিক্রি করে শ্রমিকের মূল্য হয়নি। শ্রমিকের মূল্য পরিশোধ করতে তাকে ধান বিক্রি করতে হয়েছে।

কৃষক সুরমান আলী জানান, তার ১ বিঘা জমিতে বেগুনের আবাদ করেছেন। হাঁটু কাদায় জমিতে ঠিকমতো পরিচর্যা করতে না পেরে আবার ছেড়ে দিতে হয়েছে।

স্থানীয় কৃষক ময়নাল হোসেন জানায়, উক্ত রাস্তাটির বেহাল অবস্থা হওয়ায় কোন শ্রমিক উক্ত মাঠে কাজ করতে চাচ্ছে না।যার ফলে আবার পরিচর্যা করা খুব কঠিন বিষয় হয়ে পড়েছে।তাদের এ দুর্দশা দেখে রাস্তা পাকাকরন এর দাবি জানান তারা।

এছাড়াও মুক্ত রাস্তা দিয়ে হারদা মৎস্য বিলে যেতে হয়। যেটি মেহেরপুর জেলার একটি উল্লেখযোগ্য মৎস্য বিল। উক্ত বিলের মাছ জেলার মাছের চাহিদা পূরণ করেও অন্যান্য জেলায় বিক্রি করা হয়ে থাকে। বর্তমানে রাস্তায় গাড়ি চলাচল করতে না পারায় বিলে মাছ চাষীরা মাছ ধরতে পারছে না।

ধানখোলা ইউনিয়ন এর পাটাপুকুরিয়া, হারদা সহ অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন কৃষক ওই মাঠে আবাদ করে থাকেন। উক্ত রাস্তা দিয়ে প্রায় ১ হাজার থেকে দেড় হাজার বিঘা জমির ফসল কৃষকদের ঘরে তুলতে এবং বাজারজাত করতে উক্ত মাটির রাস্তাটি একমাত্র মাধ্যম।

বর্তমানে আষাঢ়ে শুরু থেকেই রাস্তাটি হাট কাঁদয় পরিণত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি গণ ভুক্তভোগী মানুষদের আশ্বাস দিয়ে আসলেও রাস্তাটি আজও বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, বিভিন্ন সময় এলাকার ভুক্তভোগী জনসাধারণ বারবার জনপ্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন করেও কাজ হয়নি। বর্তমানে উক্ত রাস্তাটি পাকা করণের দাবি নিয়ে ফেসবুকে বিভিন্নভাবে লেখালেখি হচ্ছে। সামাজিক

যোগাযোগ মাধ্যমে রাস্তাটির বেহাল দশা তুলে ধরে অনেক যুবক জেলার উন্নয়নকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের কাছে গেলেও ইউনিয়ন পরিষদের স্বল্প বরাদ্দ দুই কিলোমিটার রাস্তা পাকাকরণ সম্ভব নয় বলেও জানান স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান জানান, ইউনিয়ন পরিষদের যে পরিমাণ এর বরাদ্দ থাকে তা খুবই স্বল্প। যা দিয়ে দুই কিলোমিটার রাস্তা পাকাকরণ সম্ভব নয়। এলাকার মানুষ রাস্তাটা নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছে একথা সত্য।

ভুক্তভোগীদের দুর্দশার কথা মাথায় রেখে তৎকালীন সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের কাছে বারবার বলা সত্ত্বেও রাস্তাটি করে দেয়নি। পরবর্তীতে বর্তমান সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এর কাছে আবেদন করা হয়েছে।

স্থানীয়দের কথা বিবেচনায় রেখে কসবা গ্রাম থেকে পাটা পুকুরিয়া ২ কিলোমিটার মাঠে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি পাকাকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বর্তমান সংসদ সদস্য বিষয়টি গুরুত্ব দিলেই এলাকার শত শত চাষীর দীর্ঘদিনের দুর্দশা লাঘব হবে।

মেহেরপুর- ২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন স্থানীয় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা লাভ হবে এবার নজর দেবেন বলে জানিয়েছেন।

দর্শনায় ৪ ফার্মেসিকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় করোনা প্রাদুর্ভাব রোধে ওষুধ ফার্মেসি মালিকদের সচেতনতার লক্ষ্যে ৪ টি ওষুধ ফার্মেসিতে পৃথক ভাবে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার শিল্পনগরী দর্শনা পৌর শহর এলাকায় পৃথক ভাবে চুয়াডাঙ্গা জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিবানী সরকার ও ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস

এভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করায় দর্শনার পুরাতন বাজারের নূর মেডিক্যাল, সুমন মেডিক্যাল হাউজসহ মোট ৪ টি ফার্মেসি থেকে মোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ফার্মেসি দোকান মালিকগণ তাদের জরিমানা অর্থ পরিশোধ করেন।

তবে ভবিষ্যতে সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দেন এই দুই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

৪০ দিনেও খোঁজ মেলেনি আলমডাঙ্গার তিন শ্রমিকের

পদ্মা নদীতে ট্রলারডুবির ঘটনায় নিখোঁজ হওয়া আলমডাঙ্গার তিন শ্রমিককে এক মাস দশ দিনেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। গত ৫ জুন পদ্মায় ডুবে যাওয়া ট্রলারে ২৭ জন শ্রমিকের মধ্যে আলমডাঙ্গার ৬ জন শ্রমিক ছিলেন। ভাগ্যের জোরে তিনজন জীবিত ফিরলেও তাদের সাথে যাওয়া অপর তিনজন নিখোঁজ থাকেন। এক মাস দশ দিনেও তাদের কোন খোঁজ মেলেনি। তিন পরিবারে আজও চলছে শোকের মাতম।

নিখোঁজ হওয়া তিনজনের পরিবার সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গার আইলহাঁস ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের নুরুল হকের ছেলে সাহাবুল, একই গ্রামের আইনাল হকের ছেলে শিলন, তারাচাঁদ মন্ডলের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক, আজিজুল হকের ছেলে একরামুল, লস্কর মন্ডলের ছেলে আমজাদ ও হানেফ মন্ডলের ছেলে মোমেন কাজের উদ্যেশে ফরিদপুর যান গত ৩১ মে। তারা ওইদিন খুব সকালে জেলা ফরিদপুরের বাইপাস সড়কের “আদম বাজারে” (কামলার বাজার) উপস্থিত হন। ফরিদপুর সদরের চর নাশিপুর গ্রামের মহাজন লালন ফকির ৬শ টাকা দিনমজুরীতে ওই ৬ জনকে কিনে নেন।

জানা গেছে, প্রতিদিন সকালে লালন ফকিরের ছেলে সাকিল মোট ২৭ জন কামলাকে নিয়ে মাওয়া ঘাট থেকে ট্রলারে করে নদীর ওপারের চরের জমিতে বাদাম তুলতে নিয়ে যেত। প্রতিদিনের মত ৫ জুন সকালেও তারা ট্রলারে নদী পার হচ্ছিলেন। কিন্ত শয়তানখালি ঘাট এলাকায় পৌছানোর আগেই ২৭

জন কামলা নিয়ে ট্রলারটি নদীতে ডুবে যায়। পাশ দিয়ে যাওয়া অপর একটি ট্রলার ঘটনাস্থলে পৌছলে ৬ জন কামলা তাতে উঠে প্রাণে বেঁচে যান। কিন্ত এই মর্মান্তিক ট্রলারডুবিতে ২১ কামলার মরদেহ উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধার কর্মীরা।

সৌভাগ্যবসত আলমডাঙ্গার একরামুল, আমজাদ ও মোমেন প্রাণে বেঁচে বাড়ি ফিরে এলেও হতভাগ্য সাহাবুল, শিলন ও রাজ্জাক নদীর অথৈ জলে নিখোঁজ থাকেন। আজও তাদের খোঁজ মেলেনি। কিন্ত তাদের পরিবারের সদস্যরা বিশ্বাস করেন তারা মরেনি, বেঁচে আছেন।
নিখোঁজ সাহাবুলের স্ত্রী সখিনা বেগম জানান, পরিবারের একমাত্র উপার্জনাক্ষম ছিলেন তার স্বামী। স্বামীকে হারিয়ে দুইটি সন্তান নিয়ে তিনি মহাসগারে পড়েছেন। তিনি বলেন, মারা গেলে তো তার লাশ উদ্ধার হবে। আমার বিশ্বাস সে বেঁচে আছে।

নিখোঁজ শিলনের পিতা আইনাল হক বলেন, আমার ছেলের ভাগ্যে কি ঘটেছে আল্লাহ একমাত্র জানে। আমরা ছেলের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আল্লাহ তুমি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও।

শীঘ্রই উদ্বোধন “মিয়া ভাই” এগ্রো লিমিটেডের

মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুরে অবস্থিত “মিয়া ভাই” এগ্রো লিমিটেডের শীঘ্রই উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। মিয়া ভাই এগ্রো লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ এস ইমন এমনটি নিশ্চিত করে বলেন, খুব শীঘ্রই শুভ উদ্বোধন করা হবে। ইতিমধ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। মেহেরপুরে নতুন কর্মসংস্থান এর সৃষ্টি হবে বলে আশা করছেন তিনি।

জেলার সর্ববৃহৎ গবাদিপশু খামার, একুরিয়াম ফিসসহ কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয়েছে এই এগ্রো ফার্মকে ঘিরে । সেই সাথে, মাংস, দুধ, ঘি প্রক্রিয়াজাত করণ করা হবে।

মিয়া এগ্রো লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শরিফ রেজা পান্না বলেন, মেহেরপুরের চাহিদা পূরন করে দেশের বাজারে “মিয়া ভাই” পন্য জনপ্রিয়তা লাভ করবে। সেই মেহেরপুরে বেকার সমস্যা দুর করনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মেপ্র/এমএফআর

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন আর নেই

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) থাইল্যান্ডের একটি হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

এর আগে ২ জুন জ্বর, অ্যালার্জিসহ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে অসুস্থ অবস্থায় সাহারা খাতুনকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে ১৯ জুন সকালে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়।

এরপর অবস্থার উন্নতি হলে তাকে গত ২২ জুন দুপুরে আইসিইউ থেকে এইচডিইউতে (হাইডিপেন্ডেন্সি ইউনিট) স্থানান্তর করা হয়। পরে ২৬ জুন সকালে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে আবারও তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়।

এরপর তার অধিকতর উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৬ জুলাই চিকিৎসার জন্য তাকে থাইল্যান্ড নেওয়া হয়। সেখানে বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে তিনি চিকিৎসা নেন।

মেপ্র/এমএফআর